গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়

শাখা নং-৯

স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-৯-১৯/৯৩/২১৪(৫৮২) / বিধি, তারিখ ঃ ২৮/১/১৪০১ বাং
১১/৫/১৯৯৪ইং

প্রাপক ঃ (১) জেলা প্রশাসক,
..... জেলা।

(২) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাঃ),
..... জেলা।

(৩) সহকারী কমিশনার (ভূমি),
..... থানা।

পরিপত্র

বিষয় ঃ দেওয়ানী আদালতের রায় মোতাবেক সরকারী সম্পত্তির ক্ষেত্রে নামজারী কার্যক্রম প্রসঙ্গে।

সরকারের ১নং খাস খতিয়ানভুক্ত জমি জেলা, অর্পিত সম্পত্তি ইত্যাদি সাবেক জমিদার বা মালিক প্রদত্ত হাতচিটা, দলিল ইত্যাদির ভিত্তিতে ভূমিগ্রাসী মহল দেওয়ানী আদালতে স্বত্ব ঘোষণার মামলা দায়ের করিয়া প্রায় ক্ষেত্রে একতরফা ডিক্রী লাভ করিতেছে এবং ডিক্রীর ভিত্তিতে সহকারী কমিশনার (ভূমি) এবং আর, ডি, সির নিকট নামজারীর আবেদন করিয়া রেকর্ড-অব-রাইট সংশোধন করিয়া লইতেছে বলিয়া মন্ত্রণালয় অবহিত হইয়াছে। নামজারীর আবেদন বিবেচনাকালে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মূল দেওয়ানী মামলায় সরকারকে বা কালেক্টরকে পক্ষভুক্ত করা হয় নাই বা পক্ষভুক্ত করা হইলেও সমনাদি যথারীতি জারী না করা জনিত ও অন্যান্য কারণে এবং তদবীরের অভাবে রায় ও ডিক্রী হইয়া যাইতেছে। সরকারী সম্পত্তির ক্ষেত্রে একতরফা বা দোতরফা রায় ও ডিক্রীর পরেও নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সরকার পক্ষে আপীল দায়ের না করায় সরকারের দাবী তামাদি হইয়া যাইতেছে। এইভাবে সরকারের খাসজমি, অর্পিত সম্পত্তি, জলমহাল, সায়রাতমহাল ইত্যাদি বেহাত হইয়া যাইতেছে।

সরকারী সম্পত্তি বেআইনীভাবে আত্মসাতের প্রয়াস বন্ধ করার উদ্দেশ্য নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইল ঃ-

(ক) দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী (একতরফা বা দোতরফা) মূলে কোন সম্পত্তির নামজারীর আবেদন পাওয়া মাত্র সহকারী কমিশনার (ভূমি) সংশ্লিষ্ট রেজিষ্টার পরীক্ষা করিয়া মামালাধীন সম্পত্তিতে সরকারের স্বার্থ থাকিলে ঐ মামলায় সরকারকে পক্ষ করা হইয়াছে

কি না, একতরফা ডিক্রী হইয়াছে কি না তাহা অনুসন্ধান করিবেন এবং উচ্চতর আদালতে আপীল দায়ের করা বা রেকর্ড-অব-রাইট সংশোধন বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ চাহিয়া জেলা প্রশাসক/অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এর নিকট জরুরী ভিত্তিতে নথি প্রেরণ করিবেন। সরকারী সম্পত্তির ক্ষেত্রে মামলার রায় ও ডিক্রী দোতরফা হইয়া থাকিলেও এই কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে।

(খ) জেলা প্রশাসক/অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) প্রস্তাব প্রাপ্তির সংগে সংগে উক্ত একতরফা/দোতরফা ডিক্রী বাতিল/রদ এর জন্য কোর্টে মিস কেস/আপীল কেস/স্যুট দায়ের করার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। জজ কোর্টের রায়ে সরকারী স্বার্থ রক্ষা না হইলে বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং উচ্চতর আদালতে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের যৌক্তিকতাসহ নামজারীর কেস রেকর্ড প্রেরণ করিতে হইবে এবং বিষয়টি চূড়ান্ত নিষ্পত্তির পূর্বে ভূমি মন্ত্রণালয়কে অবহিত করিয়া মন্ত্রণালয়ের মতামত গ্রহণ করিতে হইবে।

(গ) সরকারী সম্পত্তি রক্ষাকালে উর্দ্ধতন আদালতে সিভিল রিভিশন/আপীল দায়ের করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র (সরকারী কৌশলীর মতামত, কালেক্টরের মতামত ইত্যাদিসহ) আইন মন্ত্রণালয়ে (সলিসিটার উইং এ) এবং অত্র মন্ত্রণালয়ে পাঠাইতে হইবে। তবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, সমস্ত কার্যক্রম নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে হইতে হইবে, কোনক্রমেই যেন তামাদি দোষে দুষ্ট না হয়।

(ঘ) অর্পিত সম্পত্তির ক্ষেত্রে নিম্ন আদালতে কাঙ্খিত ফল লাভে ব্যর্থ হইলে হাইকোর্টে সি আর বা আপীল দায়েরের জন্য আদালতে রায় ও ডিক্রীর নকল, মামলাধীন সম্পত্তির পরিমাণ, প্রকৃতি, আনুমানিক মূল্য, সরকারের স্বত্ব-স্বার্থের বিবরণ, ওকালতনামা ইত্যাদিসহ সুনির্দিষ্ট প্রতিবেদন তামাদির পূর্বেই জরুরী ভিত্তিতে অত্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব শাখা নং-৯ এর নিকট প্রেরণ হইবে। অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত কেস কোনক্রমেই আইন মন্ত্রণালয়ে (সলিসিটর উইং এ) প্রেরণ করা হইবে না।

(ঙ) জেলা পর্যায়ে নিয়োজিত সরকারী কৌঁসুলি/ভি, পি কৌঁসুলিগণ যথাযথভাবে সরকারী মামালা পরিচালনা ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন এবং সরকারী স্বার্থ রক্ষার্থে জেলা প্রশাসক কে প্রয়োজনীয় আইনগত পরামর্শ প্রদান করিবেন।

(চ) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) দেওয়ানী মামলা শাখার কার্যকলাপ নিয়মিত, প্রতি মাসে অন্তত একবার ব্যক্তিগতভাবে পরিদর্শন করিবেন এবং দেওয়ানী মামলার রেজিষ্টার সংরক্ষণ, আদালতের নিকট সময়মত লিখিত জবাব প্রেরণ, মামলার তারিখ নোট করা, ফলাফল লিপিবদ্ধ করা এবং নির্ধারিত তারিখের মধ্যে উচ্চ আদালত আপীল দায়ের করার বিষয়ে নিশ্চিত করিবেন এবং কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর গাফিলতির জন্য সময়মত মামলা দায়ের/প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা উচ্চ আদালতে আপীল/রিভিশন দায়ের করার জন্য কাগজপত্র প্রেরণ না করার ফলে সরকারী স্বার্থ ক্ষুন্ন হইলে সংশ্লিষ্ট দায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ অত্র মন্ত্রণালয়কে অবহিত করিবেন। সরকারী সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে যে কোন ধরণের অবহেলা বা গাফিলতি বা সরকারী স্বার্থের পরিপন্থি কোন

কার্যক্রম পরিলক্ষিত হইলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা / কর্মচারীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

(ছ) ভূমি সংস্কার বোর্ডসহ সংশ্লিষ্ট সকল উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে মাঠ পর্যায়ে কালেক্টরেট পরিদর্শনকালে সরকারী স্বার্থ রক্ষাকল্পে বিষয়টির উপরে সজাগ দৃষ্টি রাখার জন্য অনুরোধ করা হইল।

স্বা/-
(আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরী)
ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব।

নং-ভূঃমঃ/শা-৯-১৯/৯৩/২১৪ (৫৮২)/১(১৩৩)/বিবিধ

তারিখ ঃ ২৮/১/১৪০১ বাং
১১/৫/১৯৯৪ইং।

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রদান করা হইল ঃ-

১। চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, মতিঝিল, ঢাকা।
২। বিভাগীয় কমিশনার ..... বিভাগ।
৩। অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) ..... বিভাগ।
৪। সরকারী কৌশলী/ভি.পি. কৌশলী ..... জেলা।

স্বা/-
(মুহাম্মদ আব্দুল আলীম খান)
উপ-সচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়।